B.A CBCS .POLITICAL SCIENCE HONOURS (SEMESTER 1)

CC-1: Understanding Political Theory

TOPICS:

1. **Democracy: The history of an idea**
2. **Participation and Representation**

BY – SHYAMASHREE ROY, ASSISTANT PROF.

Democracy/গণতন্ত্র

শব্দটি গ্রীক ডেমোক্র্যাটি থেকে উদ্ভূত, যা খ্রিস্টপূর্ব ৫ ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ডেমোস demos("জনগণ") এবং ক্রেটোস kratos ("শাসন") থেকে তৈরি হয়েছিল, যা কিছু গ্রীক নগর-রাজ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা বোঝাতে হয়েছিল, বিশেষত এথেন্স । গণতন্ত্র হ'ল একধরনের সরকার যেখানে জনগণকে তাদের শাসক বিধায়ক বাছাই করার অধিকার রয়েছে। কাকে জনগণের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং কীভাবে কর্তৃপক্ষের মধ্যে জনগণের মধ্যে ভাগ বা ভাগ করা হয় তা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন গতিতে পরিবর্তিত হয়েছে তবে তারা সমস্ত দেশের বাসিন্দাকে আরও বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভিত্তিগুলির মধ্যে সমাবেশ ও বাকস্বাধীনতা, অন্তর্ভুক্তি এবং সাম্যতা, সদস্যপদ, সম্মতি, ভোটদান, জীবনের অধিকার এবং সংখ্যালঘু অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

HISTORY OF DEMOCRACY

গণতন্ত্র শব্দটি প্রাচীন গ্রীক রাজনৈতিক এবং দার্শনিক চিন্তায় এথেন্সের নগর-রাজ্যে ধ্রুপদী প্রাচীনকালীন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল। ক্লেইথেনিসের নেতৃত্বে, এথেনিয়ানরা খ্রিস্টপূর্ব 508-507 সালে প্রথম গণতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত যা প্রতিষ্ঠিত করে। ক্লিস্টেনেসকে "অ্যাথেনিয়ান গণতন্ত্রের জনক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।এথেনীয় গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল এবং এর দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল: কয়েকটি বিদ্যমান প্রশাসনিক ও বিচারিক অফিস পূরণ করার জন্য সাধারণ নাগরিকের এলোমেলো নির্বাচন এবং সমস্ত এথেনিয়ার নাগরিক সমন্বয়ে একটি আইনসভা সমাবেশ। সমস্ত যোগ্য নাগরিককে সমাবেশে কথা বলতে ও ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যা নগর রাজ্যের আইন নির্ধারণ করে। তবে, এথেনিয়ার নাগরিকত্ব মহিলা, দাস, বিদেশী এবং 20 বছরের কম বয়সী পুরুষদের বাদ দেয়। সপ্তদশ শতাব্দী অবধি গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতারা বৃহস্পতিবার গ্রিস ও রোমের মতো কোনও আইনসভা নাগরিকের পুরো সংস্থা হতে পারে না, বা একটি ক্ষুদ্র অভিজাত বা বংশানুক্রমিক অভিজাতদের দ্বারা বা তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়েও এই সম্ভাবনাটিকে ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করেছিলেন। ইতালিয়ান প্রজাতন্ত্র। প্রচলিত গোঁড়ামির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিরতি ঘটেছিল ইংলিশ সিভিল ওয়ারের (1642-551) এর পরে এবং তার পরে, যখন লেভেলারস এবং পিউরিটানিজমের অন্যান্য উগ্রপন্থী অনুগামীরা সংসদে বিস্তৃত প্রতিনিধিত্বের দাবি করেছিলেন, সংসদের নিম্নকক্ষ, হাউস অফ কমন্স এবং সর্বজনীনদের জন্য ক্ষমতা বিস্তৃত করেছিলেন।

সময়ের সাথে গণতন্ত্রের ধারণাটি যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে এবং সাধারণত দুটি বর্তমান গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ও প্রতিনিধি। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ সরাসরি ইচ্ছাকৃতভাবে আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত

নেয়। একটি প্রতিনিধি গণতন্ত্রে, জনগণ সংসদ বা রাষ্ট্রপতি গণতন্ত্রের মতো আইন-কানুনকে ইচ্ছাকৃতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে elect

ডেমোক্রেসিদের প্রতিদিন-দিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ম, যদিও কমত্যের মতো অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি গণতন্ত্রের জন্য সমানভাবে অবিচ্ছেদ্য ছিল। তারা সংবেদনশীল ইস্যুতে সামগ্রিকতা এবং বিস্তৃত বৈধতার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য পরিবেশন করে, বৃহতন্ত্রবাদকে মোকাবেলা করে এবং তাই বেশিরভাগই সাংবিধানিক স্তরে অগ্রাধিকার গ্রহণ করে।

LIBERAL DEMOCRACY /উদার গণতন্ত্রের প্রচলিত রূপে, একটি প্রতিনিধি গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তবে সংবিধান সংখ্যাগরিষ্ঠতা সীমাবদ্ধ করে এবং সংখ্যালঘুকে রক্ষা করে, সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র অধিকার উপভোগের মাধ্যমে, যেমন। বাকস্বাধীনতা বা মেলামেশার স্বাধীনতা।গণতন্ত্র সমস্ত বাহিনীকে তাদের স্বার্থ অনুধাবন করার জন্য বারবার সংগ্রাম করে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে নিয়মকানুনে শক্তিকে সরিয়ে দেয়। পশ্চিমা গণতন্ত্র, প্রাক-আধুনিক সমাজে বিদ্যমান থেকে পৃথক হিসাবে, সাধারণত ধ্রুপদী এথেন্স এবং রোমান প্রজাতন্ত্রের মতো নগর-রাজ্যে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়, যেখানে নিখরচায় পুরুষের জনগণের ভোটাধিকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং ডিগ্রি পালন করা হয়েছিল দেরীতে প্রাচীনতার শুরুতে পশ্চিমে রূপটি অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রাচীন ইংরেজী শব্দটি প্রাচীন মধ্য ফরাসি এবং মধ্য লাতিন সমতুল্য থেকে 16 শতাব্দীর পুরানো।

গণতন্ত্র সরকারের বিভিন্ন রূপের সাথে বৈপরীত্যবাদী যেখানে ক্ষমতা হয় কোনও ব্যক্তি দ্বারা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মতো, বা যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা অধিষ্ঠিত যেমন একটি অভিজাত শাসনের মতো। তবুও, গ্রীক দর্শনের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই বিরোধীরা এখন অস্পষ্ট, কারণ সমসাময়িক সরকারগুলি গণতান্ত্রিক, অভিজাত এবং রাজতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করেছে। কার্ল পপার গণতন্ত্রকে স্বৈরশাসন বা স্বৈরাচারের বিপরীতে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, এভাবে জনগণের পক্ষে তাদের নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করার এবং বিপ্লবের প্রয়োজন ছাড়াই তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার সুযোগগুলিতে মনোনিবেশ করা হয়েছিল।

"গণতন্ত্র" শব্দটি কখনও কখনও উদার গণতন্ত্রের জন্য শর্টহ্যান্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের একটি রূপ যা রাজনৈতিক বহুত্ববাদের মতো উপাদানগুলির মধ্যে থাকতে পারে; আইনের দৃষ্টিতে সমতা; অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য নির্বাচিত কর্মকর্তাদের আবেদনের অধিকার; যথাযথ প্রক্রিয়া; অসামরিক; মানবাধিকার; এবং সরকারের বাইরে সুশীল সমাজের উপাদানগুলি। রজার স্ক্রুটন যুক্তি দেখান যে নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি উপস্থিত না হলে এককভাবে গণতন্ত্র ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে পারে না।

কিছু কিছু দেশে, বিশেষত যুক্তরাজ্যে যা ওয়েস্টমিনস্টার সিস্টেমের সূচনা করেছিল, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা বজায় রেখে প্রভাবশালী নীতিটি হ'ল সংসদীয় সার্বভৌমত্বের। ভারতে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ভারতের সংবিধানের সাপেক্ষে বিচারিক পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত। যদিও "গণতন্ত্র" শব্দটি সাধারণত একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তবুও নীতিগুলি বেসরকারী সংস্থাগুলিতেও প্রযোজ্য।

গণতন্ত্রগুলিতে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়মই প্রাধান্যযুক্ত রূপ। ক্ষতিপূরণ ছাড়াই, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অধিকারের আইনগত সুরক্ষার মতো রাজনৈতিক সংখ্যালঘুদের "সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার" দ্বারা নিপীড়িত করা যেতে পারে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ'ল একটি প্রতিযোগিতামূলক পন্থা, .ক্যবদ্ধ গণতন্ত্রের বিরোধিতা, প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে যে নির্বাচন এবং সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয়, তা যথেষ্ট এবং প্রক্রিয়াগতভাবে "সুষ্ঠু", অর্থাৎ ন্যায়বিচার এবং ন্যায়সঙ্গত। কিছু কিছু দেশে, রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ইন্টারনেট গণতন্ত্রকে ভোটারদের যাতে ভালভাবে অবহিত করা হয় এবং তাদের নিজের স্বার্থ অনুযায়ী ভোট দিতে সক্ষম করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়।

গণতন্ত্রের প্রকার:

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র /DIRECT DEMOCRACY হ'ল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে নাগরিকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করে, মধ্যস্থতাকারী বা প্রতিনিধিদের উপর নির্ভর করার বিপরীতে। এথেনীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রচুর সিস্টেমের ব্যবহার সরাসরি গণতন্ত্রের পক্ষে অনন্য। এই সিস্টেমে, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও প্রশাসনিক কাজগুলি লটারি থেকে নেওয়া নাগরিকগণ দ্বারা সম্পাদিত হয় . একটি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ভোটের জনসংখ্যাকে এই ক্ষমতা দেয়: 1. সাংবিধানিক আইন পরিবর্তন করুন, ২. আইনের জন্য উদ্যোগ, গণভোট এবং পরামর্শ পেশ করুন, ৩. নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক আদেশ দিন, যেমন তাদের নির্বাচিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তাদের প্রত্যাহার করা বা প্রচারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য মামলা শুরু করা। আধুনিক সময়ের প্রতিনিধি সরকারের মধ্যে, গণভোট, নাগরিকের উদ্যোগ এবং নির্বাচন প্রত্যাহারের মতো কয়েকটি নির্বাচনী সরঞ্জামকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের রূপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তবে সরাসরি গণতন্ত্রের কিছু সমর্থক মুখোমুখি আলোচনার স্থানীয় সমাবেশগুলির পক্ষে তর্ক করেন। সরকারী ব্যবস্থা হিসাবে সরাসরি গণতন্ত্র বর্তমানে সুইস সেনানিবাসে বিদ্যমান।

প্রতিনিধি গণতন্ত্র/REPRESENTATIVE DEMOCRACY , যা অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধি সরকার নামেও পরিচিত, এটি এক প্রকার গণতন্ত্র যা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিরোধী হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের একদল লোকের প্রতিনিধিত্ব করার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় সমস্ত আধুনিক পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র হল প্রতিনিধি গণতন্ত্রের ধরণের; উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্য একটি একক সংসদীয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, ফ্রান্স একটি একক আধা-রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সাংবিধানিক প্রতিনিধি প্রজাতন্ত্র। এটি সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি উভয়ই সরকার ব্যবস্থার একটি উপাদান এবং সাধারণত নীচের আসরে যেমন ইউনাইটেড কিংডমের হাউস অফ কমন্স, বা ভারতের লোকসভাতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি একটি উচ্চতর মত সংবিধানিক বাধা দ্বারা কমানো যেতে পারে চেম্বার এটি রবার্ট এ ডাহল, গ্রেগরি হিউস্টন এবং ইয়ান লাইবেনবার্গ সহ কিছু রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের দ্বারা বহুত্ববাদ বলে বর্ণনা করেছেন। এতে ক্ষমতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি এই গণতন্ত্রের ফর্মগুলির প্রায়শই কেন্দ্রীয় থাকে কারণ নির্বাচনী ব্যবস্থাগুলিতে পৃথক প্রতিনিধিদের বিপরীতে ভোটারদের রাজনৈতিক দলগুলিতে ভোট দেওয়া প্রয়োজন হয় প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হতে পারেন বা কোনও নির্দিষ্ট জেলা (বা নির্বাচনকেন্দ্র) দ্বারা কূটনৈতিক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেন, বা আনুপাতিক সিস্টেমের মাধ্যমে পুরো ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, কেউ কেউ দু'জনের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। কিছু প্রতিনিধি গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উপাদান যেমন গণভোটকেও অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিনিধি গণতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিনিধিরা জনগণের পক্ষে কাজ করার জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে, তারা কীভাবে সবচেয়ে ভাল তা করতে পারে তা তাদের নিজস্ব রায় প্রয়োগ করার স্বাধীনতা ধরে রেখেছে। এই জাতীয় কারণ গণতন্ত্রের সাথে

প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার বৈপরীত্যকে নির্দেশ করে প্রতিনিধি গণতন্ত্রের উপর সমালোচনা চালিয়েছে। প্রতিনিধিদের ক্ষমতা সাধারণত সংবিধান (যেমন একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্র বা একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মতো) বা প্রতিনিধি ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা সংকুচিত হয়: • একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ, যার আইনসভাগুলি অসাংবিধানিক ঘোষণা করার ক্ষমতা থাকতে পারে (উদাঃ সংবিধান আদালত, সর্বোচ্চ আদালত)। Constitution সংবিধানটি কিছু ইচ্ছাকৃত গণতন্ত্র (যেমন, রয়্যাল কমিশনস) বা সরাসরি জনপ্রিয় ব্যবস্থা (যেমন, উদ্যোগ, গণভোট, নির্বাচন প্রত্যাহার) সরবরাহ করতে পারে। যাইহোক, এগুলি সর্বদা বাধ্যতামূলক নয় এবং সাধারণত কিছু আইনমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় – আইনী ক্ষমতা সাধারণত প্রতিনিধিদের সাথে দৃ .ভাবে থেকে যায়। কিছু ক্ষেত্রে দ্বি দ্বিপদীয় আইনসভায় একটি "উচ্চতর ঘর" থাকতে পারে যা সরাসরি নির্বাচিত হয় না, যেমন কানাডার সিনেট, যা ঘুরে দাঁড়ায় ব্রিটিশ হাউস অফ লর্ডসের আদলে।

সংসদীয় গণতন্ত্র/PARLIAMENTARY DEMCOCRACY এমন একটি প্রতিনিধি গণতন্ত্র যেখানে সরকার "রাষ্ট্রপতি শাসনের" বিরোধী হিসাবে প্রতিনিধি দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত বা তাকে বরখাস্ত করা যায়, যেখানে রাষ্ট্রপতি উভয়ই রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান এবং ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীনে, সরকার একটি নির্বাহী মন্ত্রকের প্রতিনিধি দ্বারা ব্যবহার করা হয় এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভা সংসদের চলমান পর্যালোচনা, চেক এবং ভারসাম্য সাপেক্ষে সংসদীয় ব্যবস্থাগুলির যে কোনও সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে যখন তারা মনে করেন যে তিনি বা তিনি আইনসভার প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদের কাজ করছেন না। এটি কোনও আত্মবিশ্বাসের ভোটের মাধ্যমে করা হয়েছে যেখানে আইনসভা সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রধানমন্ত্রীকে তার বরখাস্তের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পদ থেকে সরিয়ে দেবেন কি না। কিছু দেশে প্রধানমন্ত্রী যখনই বা তার পছন্দমতো নির্বাচন করতে চান, এবং সাধারণত যখন প্রধানমন্ত্রী জানেন যে তারা পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে জনগণের পক্ষে আছেন, তখনই তারা নির্বাচন করবেন। অন্যান্য সংসদীয় গণতন্ত্রগুলিতে অতিরিক্ত নির্বাচন কার্যত কখনও হয় না, পরের সাধারণ নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘু সরকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল "অনুগত বিরোধী দলের ধারণা"। ধারণার সারমর্মটি হ'ল দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল (বা জোট) সরকার এবং তার গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি অনুগত থাকার পরেও শাসকদলের (বা জোট) বিরোধিতা করে।

অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র/ PARTICIPATORY DEMOCRACY ঘটে যখন গণতন্ত্রের স্বতন্ত্র নাগরিকগণ ধারাবাহিকভাবে ব্যস্ততার মাধ্যমে নীতি ও আইন গঠনে অংশ নেন। অংশগ্রহণমূলক বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ জড়িত। গণতন্ত্র হ'ল একধরণের সরকার, যেখানে ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। জনগণ যদি নিজে নীতিমালা এবং আইনগুলিতে সরাসরি ভোট দেয় তবে এটিকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়। যদি তারা আইন ও নীতিমালা তৈরির জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে তবে এটিকে প্রতিনিধি গণতন্ত্র বলা হয়। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সহ বেশিরভাগ আধুনিক, পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রগুলি প্রতিনিধি গণতন্ত্রের রূপ) অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র সমস্ত অংশগ্রহন সম্পর্কে। এর লক্ষ্য হ'ল নিশ্চিত করা যে সমস্ত নাগরিক, কেবল রাজনীতিবিদই নয়, তাদের সরকার গঠনের নিয়ম এবং কর্মসূচী তৈরির ক্ষেত্রে সত্যিকারের বক্তব্য রয়েছে। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের উদাহরণ আজ আমরা স্থানীয় এবং রাষ্ট্রীয় সরকার গঠনে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র দেখতে পাচ্ছি, যেখানে নাগরিকদের নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার জন্য একাধিক অ্যাক্সেস পয়েন্ট রয়েছে। টাউন হল সভাগুলি স্থানীয় এবং জাতীয় রাজনীতিবিদদের কাছে তাদের

আগ্রহী বিষয়গুলিতে তাদের মতামত শুনতে বা আসন্ন আইন বিষয়ে আলোচনার জন্য নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির সাথে দেখা করার একটি উপায়। উদ্যোগ এবং গণভোট দুটি উপায় যেখানে স্থানীয় এবং রাজ্য সরকার নাগরিকদের নীতিগত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে দেয়। একটি উদ্যোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যা নাগরিকরা ব্যালটে প্রস্তাবিত আইন রেখে তাদের রাজ্য বিধানসভাটিকে বাইপাস করতে দেয়। কিছু রাজ্য এমনকি নাগরিকদের ব্যালটে সংবিধান সংশোধন করার অনুমতি দেয়।

গণতন্ত্রের সুবিধা

1. নাগরিকের স্বার্থ রক্ষা করা। লোকেরা তাদের দেশকে প্রভাবিত করে এমন মূল বিষয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ পায় বা এই সিদ্ধান্ত নিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফেডারেল সরকার প্রতিটি রাজ্যের সদস্যদের উচ্চতর সরকারি পর্যায়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের রাজ্যের জন্য একজন সরকারী প্রতিনিধি নির্বাচনের অনুমতি দেয়।

2. সমতা প্রচার করা। গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি হ'ল আইনের দৃষ্টিতে সমস্ত লোক সমান এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একটি ভোট পান। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার অধিকার ও স্বাধীনতার কানাডার সনদে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ডিক্রি রয়েছে, যা কানাডার প্রতিটি নাগরিককে কানাডার যে কোনও নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার স্পষ্টভাবে মঞ্জুর করে।

3. ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা। গণতন্ত্রগুলিতে, কর্তৃপক্ষের লোকেরা সাধারণত তাদের দ্বারা নির্বাচিত হয় যারা তাদের ভোট দেয় তাই তারা যারা তাদের নির্বাচিত করেছে তাদের ইচ্ছা পালন করার জন্য দায়বদ্ধ। যদি তারা তাদের অবস্থানের অপব্যবহার করে তবে তারা পুনরায় নির্বাচিত হবে না।

স্থায়িত্ব তৈরি করা। গণতন্ত্রের এমন নিয়ম ও আইন রয়েছে যা স্থিতিশীলতা দেয় এবং মানবাধিকার রক্ষা করে। গণতান্ত্রিক সরকারগুলির প্রত্যেকের স্বার্থে এমন পরিবর্তন করার সময় রয়েছে